সবুজপত্র ঃ শতবর্ষ পরে

হরিচরণ সরকার মন্ডল

বাংলার ১৩২১সাল, ২৫ শে বৈশাখ, ইংরেজি ১৯১৪ সালের ৮ মে, যে বাংলা পত্রিকাটির জন্ম হয় তার নাম 'সবুজপত্র'। প্রচ্ছদ ছিল সবুজ বেশ একটা স্টাইল করে। শিল্পী নন্দদুলাল বসু এঁকেছিলেন প্রচ্ছদটি। 'সবুজপত্র'-র সম্পাদক ছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, যাঁকে আমরা প্রমথ চৌধুরী নামেই জানি। তাঁর আর এক নাম 'বীরবল'। পত্রিকাটি প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রমথ চৌধুরীকে পরামর্শ দেন এবং অনুপ্রাণিত করেন। লক্ষণীয় 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেই প্রকাশিত হয়। 'সবুজপত্র' কিছুটা আকস্মিকতার সন্তান বলা চলে। পত্রিকাটির জন্ম রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ জেগে ওঠা এক আকাঙ্খা থেকে। সেই সময় প্রমথ চৌধুরী গদ্য শৈলীকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য নেতা বলে বিবেচিত হতেন। কোনো ব্যবসায়িক পত্রিকার মতো 'সবুজপত্র'-র তেমন কোনো দর্শনধারী ব্যাপার বা প্রচেষ্টা ছিল না। বিজ্ঞাপন বর্জিত অব্যবসায়িক ও চটক বর্জিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশিত না হলে বাংলা সাহিত্যের একটা চরম সর্বনাশ হয়ে যেত বলা যায়।

বলা বাহুল্য সবুজপত্র পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আখ্যানপত্রটি ছিল এইরকম- প্রথম সংখ্যা/ ২৫ শে বৈশাখ/ প্রথম বর্ষ/ সবুজপত্র/ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত/ প্রকাশক শ্রীকালাচাঁদ দালাল/ মুদ্রক শ্রীহরিচরণ মান্না/ কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা। মাসিক পত্রিকা, মূল্য চারি আনা মাত্র। সংখ্যাটিকে কোনো বিজ্ঞাপন ছিল না। মোট পৃষ্ঠা ছিল ৬৮। মোট ছয়টি রচনা, তার মধ্যে তিনটি রচনাই রবীন্দ্রনাথের। 'সবুজপত্র'-র প্রথম কবিতাটির নাম 'সবুজের অভিযান'- 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচ/ ওরে সবুজ/ ওরে অবুঝ/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা..... আর ওই একই সংখ্যায় লিখলেন অসামান্য এক প্রবন্ধ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। সম্পাদক স্বয়ং লেখেন দুটি রচনা। মুখপত্র আর সবুজপত্র। আর শেষে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সবুজ পাতার গান'।

সবুজপত্র পত্রিকাটি প্রকাশ পাওয়ার পর মাত্র বারো-তেরো বছর চলেছিল। অন্যদিকে, অন্নদা শঙ্কর রায় জানালেন 'সবুজপত্রে-র আয়ুষ্কাল মাত্র দশ বছর।.....প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাও প্রতি মাসে পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোয়নি।' প্রমথ চৌধুরী যখন 'সুবজপত্র' বের করতেন তখন একবার তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে দেশময় প্রচার হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ বছর

টানা বেরোনোর পর যখন কিছুকাল বন্ধ ছিল, সকলেই ধরে নেন 'সবুজপত্র' উঠে গেল। তাই প্রমথ চৌধুরী ষষ্ঠ বছর প্রথম সংখ্যা ১৩২৬-তে লিখে ছিলেন- 'দেশময় যখন সবুজপত্র-র মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গিয়েছে তখনও পত্রের আবার সাক্ষাৎ পেলে লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে আমি কোনো মতলবে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করেছি।' সবুজপত্র বন্ধ করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনোরূপ চাপা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক, পলিটিসিয়ান নই। সুতরাং আমার কথার ভিতর কোনোরূপ গূঢ় মতলব থাকার কথা নয়, কেননা তা থাকলে কথাসাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি, সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি। .....যখন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান যে 'সবুজপত্র' বেঁচে থাক চিরজীবী হয়ে, তখন যতদিন পারি-- এ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক'। আরো উল্লেখ্য, কোনো কোনো বার দু-মাসের সংখ্যা যৌথ ভাবে একসঙ্গে বেরিয়েছে।

'সেরা সবুজপত্র' সংগ্রহ বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, মাঘ, ১৪০১ প্রকাশিত মুখবন্ধে খোঁজ পাওয়া যায়, অন্নদা শঙ্কর রায় লিখেছেন, 'সবুজপত্র' ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখপত্র। এটা তারই আইডিয়া। সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী তাঁরই দ্বারা মনোনীত। 'সবুজপত্র'-র ভার পেয়ে প্রমথ চৌধুরী সেটাকে নিজের মুখপত্র হিসেবেও প্রকাশ করেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগতে একটা পরিবর্তন ঘটে। তিনি এমন সব তরতাজা গল্প উপন্যাস লেখেন যা রক্ষণশীল পাঠকের কাছে অগ্রাহ্য। এমন কী উদারমতি পাঠকের কাছেও স্পর্শকাতর। সেই সব সাহসিক রচনার জন্য তিনি নতুন একটা পত্রিকা প্রয়োজন মনে করেন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তাঁর বিশেষ আস্থা ভাজন।

এখন, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 'সবুজের অভিযান' কবিতা আর তাঁর লেখা প্রবন্ধ বিবেচনা-- অবিবেচনা যেন পরস্পরের পরিপূরক। এই দুটি লেখাই সবুজপত্র পত্রিকার অন্তর্গত বাণীকে নির্ভুল করে প্রকাশ করেছে। মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রায়, বিশেষ করে মেয়েদের অসহনীয় অবস্থার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ 'হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীরপত্র কিংবা চতুরঙ্গ' উপন্যাস প্রবল প্রেরণায় লেখেন। সবুপত্রের একটি সংখ্যা শুধু চতুরঙ্গ উপন্যাসটিকেই সম্বল করে প্রকাশ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, সবুজপত্র তাঁর জীবন ও সৃষ্টির এক নতুন পর্বের উদ্বোধন ঘটিয়েছে। তিনি সবুজপত্রের শুধু লেখকই ছিলেন না, ছিলেন ঈশ্বর পরমপিতা। কেবল তাই নয়, পত্রিকা প্রকাশের জন্য যাবতীয় কবিতাও প্রথম দিকে তিনি ছন্দমিল ভাষা পরিমার্জন ও সংশোধন করে সেইসব কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। এর জন্য আমরা বাঙালিরা সবুজপত্রকে কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব?

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সবুজপত্র পত্রিকাটির কতটুকু বাকি থাকে। বাকি তো থাকেই কিছুটা। প্রথমেই বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষা প্রবর্তনে

প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বের কথা, আর সে নেতৃত্ব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সেরা সবুজপত্র সংগ্রহ গ্রন্থটির মুখবন্ধের শুরুতেই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবুজপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রথমত সবুজপত্রই বাংলা ভাষাকে সাধুভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে, কথ্য ভাষাকে প্রাধান্য দেয়। আজকাল সর্বত্র চলতি ভাষার প্রচলন, সাধুভাষা সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা।'

প্রথম দু-বছর সম্পাদক ছাড়া আর একজন লেখকের লেখা নিয়ে অহংকারে বেরিয়েছে সবুজপত্র কাগজটি। লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরেও তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে। তিনি যখন নানা কারণে সবুজপত্র-কে উপেক্ষা করে প্রবাসী পত্রিকায় ফিরে গেলেন সেটাই সবুজপত্র সাহিত্য পত্রিকাটির মৃত্যুর নির্দেশনামা।

আবার সবুজপত্র বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রিটের বাসভবন বিক্রি হয়ে যাওয়া। সেইখানে বসতো সবুজপত্রের আড্ডা। সেই আড্ডাতেই আলোচিত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়। আড্ডাহীন সবুজপত্র যেন প্রাণহীন দেহ। সবুজপত্র কোনোকালেই অর্থকারী ছিল না, বিজ্ঞাপন নিতো না। সম্পাদক ব্যয়ভার বহন করতে ক্রমেই অক্ষম হন। তাছাড়া আরও একটা কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী নিয়ে ও বিশ্বভ্রমণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতে পারতেন না। তাঁর অভাব পূরণ করা আর কারও সাধ্য নয়।

'সবুজপত্র' সাহিত্য পত্রিকার একটি গোষ্ঠী ছিল। গোষ্ঠীতে ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর এক বন্ধু সুধীন্দ্র চন্দ্র সিনহা। তিনিও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তাছাড়াও স্বনামধন্য অন্যান্য সদস্যরাও ছিলেন এই গোষ্ঠীতে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অতুলচন্দ্র গুপ্ত। কিরণ শঙ্কর রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ গুপ্ত ও সোমনাথ মৈত্র। সব মিলিয়ে দশ-বারোজন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দিরা দেবী। শোনা যায় সবুজপত্রের গানের আসরে তিনি পিয়ানো বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর বাড়িতে সবুজপত্রের আড্ডায় যোগ দিতেন। তবে ইন্দিরা দেবী আড্ডায় বিশেষ অংশ নিতেন না কিন্তু নিয়মিত মিশতেন।

বাংলা সাহিত্যের এই পত্রিকাটি বড় অসময়েই ঝরে পড়ে ছিল। তবু সবুজপত্র ছিল সুবজপত্রই। বাংলা সাহিত্যে যে তার স্থিতি আজও অমলিন। তার এই একশো বছরের ইতিহাস কথা একজন গবেষক ছাড়া আর কেউ বোধহয় খোঁজ করেন না। একশো বছর পরে এইপত্রিকাটিকে স্মরণ করছি কারণ, বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্র একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ছোটো পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন। আমরা জানি, একটি প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন সৃষ্টিশীল লেখক বা লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র। সৃষ্টিশীল রচনাই লিটল ম্যাগাজিনের প্রাণ। প্রচলিতের সীমানা লঙঘন করে নতুন সৃষ্টির উদ্ভাসে বইয়ে দেওয়া লিটল ম্যাগাজিনের কাজ। তাই

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও যখন রবীন্দ্রনাথের মনে হল তাঁর নতুন সাহসিক গল্প উপন্যাস এমন ভাবনার জন্য প্রচলিত পত্র-পত্রিকা যথেষ্ট নয়, নতুন একটা পত্রিকার প্রয়োজন, তখন তাঁরই আইডিয়া নিয়ে তাঁরই মনোনীত সম্পাদকের হাতে প্রকাশিত হয় সবুজপত্র। সম্ভবত এটিই বাংলা ভাষার প্রথম এবং সার্থক লিটল ম্যাগাজিন ।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'সেরা সবুজপত্র সংগ্রহ'- বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত, ১৪০৬।

২। সাহিত্য ৩২৬, ১৪২১, হাইলাকান্দি, সম্পাদক- বিজিত কুমার ভট্টাচার্য, সম্পাদকীয়।ধৃ